pioneerpaper.co
Page :
Date : / /

'ভক্তের আকূতি' পর্যায় থেকে উপযুক্ত উদ্ধৃতিসহ রামপ্রসাদকে সাধক কবি আখ্যা দেওয়ার তাৎপর্য লেখো।

রামপ্রসাদ ছিলেন সাধক কবি, তিনি তন্ত্রের সাধনা করতেন। তবে তাঁর সাধনা ছিল মাতৃসাধনা, তন্ত্রসাধনা বহু প্রকৃতির এবং বেশ কষ্টকর। এই সাধনা নিভৃতে বসে সমাধি করতে হয়। তবে মাতৃসাধনায় সাধক জগন্মাতার সঙ্গে একীভূত হওয়ার জন্য নিবিষ্ট মনে মাকে স্মরণ করে নিজেকে মায়ের চরণে সমর্পন করবেন ও মায়ের সঙ্গে একাত্ম বলে নিজেকে ভাববেন। রামপ্রসাদের মাতৃসাধনার মধ্যে আমরা দেখি যে কবি রামপ্রসাদ তাঁর কাব্যে মায়ের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে মাকেই স্মরণ করেছেন ও তাঁর চরণেই শরন নিয়েছেন। তিনি বলেছেন –

"বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা॥"

'ভক্তের আকূতি' পর্যায়ের পদে রামপ্রসাদ মায়ের সঙ্গে যেমন একাত্মবোধ করেছেন; তেমনি তন্ত্রসাধনার স্বরূপ সন্ধানের পথের কথাও আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন।

"হৃৎকমল মধ্যে দোলে করালবদনী শ্যামা
মন পবনে দুলাইছে দিবসরজনী ওমা।
ইড়া-পিঙ্গলা নামা সুষুম্না মনোরমা
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী ও মা।"

'ভক্তের আকূতি' পর্যায়ে দেখা যায় যে রামপ্রসাদ মায়ের উপাসনায় নিবিড় তন্ময়তা লাভ করেছিলেন। তাই তিনি মায়ের সঙ্গে একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। অধ্যাপক জাহ্নবী চক্রবর্তী বলেন যে রামপ্রসাদ সিদ্ধির উর্ধ্ব স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই তিনি সহজেই বলতে পারেন, "এবার কালী তোমায় খাব", মাতৃসাধক রামপ্রসাদ সাধনার উচ্চতম স্তরে উঠতে পেরেছিলেন বলেই এই সগর্বার পদ সহজেই লিখেছেন।

কবি রামপ্রসাদ নিজেকে জগন্মাতার সন্তান বলেই পরিচয় দিয়েছেন, এবং মায়ের কাছে তাঁর দুঃখের কথা নিবেদন

Date: / /

করেছেন কিন্তু দুঃখ থেকে মুক্তি চান নি। বরং অভিযোগ করেছেন —

"কোন অবিচারে আমার পরে করলে দুখের ডিক্রি জারি"

বা

"কেবল আসার আশা ভবে আসা, আসা মাত্র হলো
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ; ভ্রমর ভুলে রলো ॥
মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো।
ওমা, মিঠার লোভে ; তিত মুখে সারা দিনটা গেল ॥
মা, খেলবি বলে ; ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলে।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পুরিল ॥
রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায় ; যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায় ; কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো।"

শুধু যে অভিযোগের সুরই তাঁর পদে ধ্বনিত হয়েছে এমন নয়। রামপ্রসাদের কণ্ঠে অভিমানের কথাও শোনা গেছে যেমন — "দম দিয়ে ভবে আনিলি, বিভব বিচ খাওয়ালি।"

বা

"মা আমায় ঘুরাবে কত
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত ?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা ; পাক দিতেছ অবিরত।"

কিংবা "আমায় কী ধন দিবি তোর কী ধন আছে ?"

রামপ্রসাদ সত্যিই সাধক কবি ছিলেন। তিনি নিজ হৃদয়ের আবেগেই মাতৃসঙ্গীত রচনা করেছিলেন তাই ভক্তের আকুতি পর্যায়ে রামপ্রসাদকে আমরা মন্ময় কবি হিসেবেই দেখি। আবেগে, আবেদনে, অনুযোগে - অভিমানে অনুনয়ে - আত্মনিবেদনে ; - সর্বত্রই এই মন্ময়তা, তত্ত্বকথাকে রূপের আবরণে রামপ্রসাদ অনায়াস ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন এখানেই তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ নিহিত। তিনি জীবন বিমুখ নন, দুঃখময় জীবনের সমস্ত ছবিই তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত, দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে মায়ের শ্রীপাদপদ্মেই যে একমাত্র আশ্রয় নেওয়া যায় এই

বিশ্বাস বলেই তিনি লিখেছেন —

"কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত ॥"

রামপ্রসাদ সাধক কবি সন্দেহ নেই তবে তিনি ছিলেন গৃহী সাধক। পত্নী পুত্র-কন্যা নিয়ে ছিল তাঁর সংসার, তাই তাঁর কবিতায় সংসার জীবনের রূপক ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনের পটভূমিকায় তিনি শাক্তিতত্ত্বের কথা ব্যক্ত করেছেন। এই জন্যই কখনও কখনও তাঁর কাব্যে রূপকতার সৃষ্টিজনিত দুরূহতা এসেছে, যেমন —

"ভবের আশা খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরি প'লো"

— এতো তত্ত্ব কথাই কিন্তু সুরে গেয় এবং অলঙ্কৃত কাব্যের ভাষায় সুরচিত। এই জাতীয় পদের রূপকতা উন্মোচন করলে দেখা যাবে রামপ্রসাদ তাঁর কাব্যে বাস্তব দুঃখ সুখের বৈচিত্র্য সুরমূর্ছনাকে কেমন করে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে — রামপ্রসাদ একতারার কবি শুধু নন জীবনরসিক কবি আবার গৃহী হয়েও তিনি ছিলেন ত্যাগী, ভোগী হয়েও ছিলেন যোগী। মায়ের চরণই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ও আশ্রয়স্থল। তিনি অর্থ, খ্যাতি, যশ ইত্যাদির প্রতি লালায়িত ছিলেন না। তাঁর কাব্যে ভক্ত মনের যে আকুতি প্রকাশিত, তার মূল কথাই হল যে, — তিনি মায়ের অভয় পদে আশ্রয় চান। এই জন্যই রামপ্রসাদকে 'সাধক কবি' বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

—